পলাতক ভাববাদী

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: ***যোনা ২:১-৯; ৩:১-১০; ৪:১-১১; বিচারকর্তৃগণ ১:২১; যিরমিয় ২৫:৫।***

মুখস্থপদ: "তবে আমি কি নীনবীর প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়ার্দ্র হইব না? তথায় এমন এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক মনুষ্য আছে, যাহারা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তের প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে" (যোনা ৪:১১)।

যোনার জীবনী হচ্ছে বাইবেলের সর্বাপেক্ষা একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা। বিশেষ কাজ করার জন্য ঈশ্বর যোনাকে মনোনয়ন করেছিলেন। কিন্তু যোনা ঈশ্বরের নিকট থেকে পলায়ন করেছিলেন। যোনার মত বদলানোর জন্য এবং তাঁর বাধ্য হবার জন্য ঈশ্বর তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। যোনার কাজ একটি বড় সফলতায় পরিণত হল। কিন্তু পরে কি হল? নীনবীয়দের প্রাণ রক্ষা করায় যোনা ঈশ্বরের উপর রাগ হয়েছিলেন!

যোনা হচ্ছেন তাদের প্রতীক/রূপক যারা বিশ্রামে নেই। যোনা যখন রোদন করেন তখন তার শান্তি ছিল না: "অতএব এখন, হে সদাপ্রভু, বিনতি করি, আমা হইতে আমার প্রাণ হরণ কর, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল" (যোনা ৪:৩)।

যীশু নিজেও যোনার গল্প পুনরাবৃত্তি করেছিলেন: "নীনবীর লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সহিত দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে, কেননা তাহারা যোনার প্রচারে মন ফিরাইয়াছিল, আর দেখ, যোনা হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন" (মথি ১২:৪১)। যীশু যোনা অপেক্ষা মহান। যীশু যদি মহান না হতেন, তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা হতেন না।

চলতি সপ্তাহে আমরা যোনার জীবনী দেখব। এই পলাতক ভাববাদীর জীবনী থেকে আমরা বিশ্রাম প্রসঙ্গে কি শিক্ষা নিতে পারি?

.....

.....

রবিবার **সেপ্টেম্বর ১২**

পলায়ন (যোনা ১)

একজন ভাববাদী হিসেবে যোনা ছিলেন সফল। তিনি নীনবীর লোকদেরকে পাপ থেকে ফেরার জন্য সাবধান করেন। তারা সাবধানতায় বাধ্য হয়। কিন্তু যোনা একজন ইচ্ছুক ভাববাদী ছিলেন না। অন্তত প্রথমে ইচ্ছুক ছিলেন না। ঈশ্বর যখন যোনাকে নীনবীতে যেতে বলেন, যোনা হতাশ হন। যোনা দেখান যে, তিনি ঈশ্বরে নির্ভর করেন না। তাই যোনার কোন বিশ্রাম ও শান্তি হচ্ছিল না। আমাদের সঙ্কটকালে যীশু আমাদের যেটা করতে বলেন, তিনি সেটা করেননি: "আমার নিকটে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার জোয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু" (মথি ১১:৩০)। যোনা তার নিজের 'বিশ্রাম' খোঁজার সিদ্ধান্ত নেন। কিভাবে? তিনি ঈশ্বরের নির্দেশিত স্থান অপেক্ষা অন্যত্র পলায়ন করেন, দূরের পথে।

ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে গিয়ে যোনা কোথায় বিশ্রাম পাবেন? যোনার ফন্দি কি কাজে লেগেছিল? উত্তরের জন্য যোনা ১ অধ্যায় পড়ুন।

যোনা একটি ভিন্ন পথে যান। ঈশ্বর যোনাকে যেখানে যেতে বলেছিলেন, এটি ছিল তার উল্টো পথ। ঈশ্বর যখন কিছু করতে বলেন, তখন ঈশ্বরের অন্য ভাববাদীরা পক্ষান্তরে সে-বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন এবং তাদের উদ্বেগ নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন। (যাত্রা ৪:১৩ পদে একটি উদাহরণ পড়ুন।) যোনা সমস্যা নিয়ে প্রার্থনা করা বন্ধ করছেন না। কিন্তু তিনি পালাচ্ছেন।

ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে যাবার ঘটনা যোনার জন্য এটা প্রথম নয়। ২ রাজাবলি ১৪:২৫ পদ দেখায় যে, সদাপ্রভু যা বলেছেন, যোনা তা-ই করেছেন। কিন্তু এবার নয়। কেন?

.....

.....

ইতিহাসের মধ্যে এ-প্রশ্নের উত্তর নিহিত। যোন যখন ইস্রায়েলে কর্মরত ছিলেন, তখন নিকট প্রাচ্যে অশূর-রাজ শাসন করতেন। ৭৫ বছর আগে অশূর-রাজ সন্হেরীব যিহূদা রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ইতোমধ্যে ২০ বছর আগেও

অশূর রাজ্য ইস্রায়েল ও শমরীয়াকে আঘাত করেছেন। তখন হিষ্কিয় রাজা অশূরের বিরুদ্ধে একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়েছিলেন।

অশূর রাজ্য এখন প্রতিশোধ চায়। বাইবেলের ধারণকৃত ইতিহাস থেকে এবং নীনবীর রাজ-প্রাসাদের দেয়ালের খোদাই-চিত্র থেকে আমরা লাখীশ নগরের একটি ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাই। লাখীশ ছিল হিষ্কিয় রাজার রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর। সন্হেরীব যখন লাখীশকে পরাস্ত করেন, তখন তিনি লাঠিতে অযুত অযুত লোক গেঁথে হত্যা করেন। যারা হিষ্কিয় রাজাকে সাহায্য করেছিল, তাদের দেহ থেকে চামড়া ছাড়ানো হয়েছিল। অবশিষ্ট জীবিত লোকদের সন্হেরীব বন্দি করেছিল।

এখন, নীনবীর অশূরীয়দের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানাতে ঈশ্বর যোনাকে প্রেরণ করছেন! তাহলে, যোনার অনিচ্ছায় কি অবাক হবার কিছু আছে?

.....

.....

সোমবার **সেপ্টেম্বর ১৩**

তিন দিন পর্যন্ত বিশ্রাম (যোনা ২:১-৯)

যখন আমরা ঈশ্বরের নিকট থেকে পলায়ন করি, তখন আমরা সমস্যায় পড়ি। ঈশ্বরের নিকট থেকে পলায়নের জন্য যোনা জাহাজে উঠলেন। তখন যোনা ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু তার 'বিশ্রাম' ছিল ক্ষণিকের। যোনাকে 'জাগাতে' ঈশ্বর একটি ঝড় পাঠালেন। যোনা নাবিকদের বলেন যেন তারা তাকে সাগরে ছুড়ে ফেলে। কিন্তু ঈশ্বর যোনাকে বাঁচাতে একটি বড় মাছ পাঠান।

যোনা বাধ্য হয়ে তিন দিন পর্যন্ত মাছটির পেটের মধ্যে বিশ্রামে থাকেন (যোনা ২:১-৯ পদ পড়ুন)। তিনি কি নিয়ে প্রার্থনা করছিলেন?

নিঃসন্দেহে, যোনা প্রচণ্ড সঙ্কট ও বিপদে ছিলেন। সে-কারণে তিনি প্রার্থনা করছিলেন। তার প্রার্থনা ছিল মন্দির নিয়ে। "তিনি কহিলেন, আমি তোমার নয়নগোচর হইতে দূরীভূত, তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিব" (যোনা ২:৪)। যোনা কেন একথা বলেন?

তার প্রার্থনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মন্দির। আমাদের প্রার্থনাও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত মন্দির। পুরাতন নিয়মে কেবল একটি স্থানে ঈশ্বরকে পাওয়া যেত: ঈশ্বরের পবিত্র আরাধনা তাঁবুতে (যাত্রা ১৫:১৭; ২৫:৮ পদ পড়ুন)। তাঁবু হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের ও প্রার্থনা কেন্দ্রস্থল।

কিন্তু যোনা পুরাতন নিয়মের তাঁবুর কথা বলছেন না। তিনি শলোমনের নির্মিত মন্দিরের কথা বলছেন না। যোনা স্বর্গীয় মন্দিরের কথা বলছেন। স্বর্গীয় মন্দির হতে তার আশা আসে। কেন? কারণ, পাপীদের ত্রাণকর্তা এবং তাঁর দয়া সেখানে রয়েছে।

যোনা শেষে বাইবেলের এই সত্য দেখেন। যোনা এখন অনুগ্রহ বুঝতে পারছেন। অনুগ্রহ হচ্ছে ঈশ্বরের দয়া, ক্ষমা ও পাপের উপরে জয় লাভের শক্তি। বড় মাছটি যখন যোনাকে বমন করে বের করে, তখন একজন পলাতক ভাববাদী ঈশ্বরের প্রেম বুঝতে পারেন। যোনা বুঝতে পারেন যে, কারও জন্য একমাত্র নিরাপদ পরিকল্পনা হচ্ছে ঈশ্বরের বাধ্য থাকা।

এবার যোনা নীনবী যেতে চাইলেন এবং ঈশ্বরের ন্যস্ত কাজ করতে চাইলেন। নিঃসন্দেহে, এই যাত্রায় যোনার প্রচুর বিশ্বাস প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি এমন একটি নগরে যান যেটি ছিল জঘন্য খারাপ। নিঃসন্দেহে, নীনবীর নাগরিকরা তাদের নগরে আসা এই বিদেশির মুখে ভর্ৎসনা শুনতে চাইবে না।

মাছের পেটে থাকার মাধ্যমে যোনা কিভাবে তার সমস্যাগুলো নতুনভাবে দেখলেন? এটা আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

.....

.....

মঙ্গলবার **সেপ্টেম্বর ১৪**

একটি উত্তম কাজ সু-সম্পন্ন (যোনা ৩:১-১০)

নীনবী ছিল বিশাল দেশ। ইস্রায়েলের কোন নগরের সঙ্গে নীনবীর তুলনা করুন। তাহলে আপনি দেখবেন যে, নীনবী কতটা বড়। বাইবেল বলে: "তখন যোনা উঠিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে নীনবীতে গেলেন। নীনবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহানগর, তথায় যাতায়াত করিতে তিন দিন লাগিত" (যোনা ৩:৩)।

যোনা ৩:১-১০ পদের কথাগুলো যোনা নীনবীতে প্রচার করেন। ভ্রষ্ট নগরের বাসিন্দারা কিভাবে সাড়া দেয়? অন্যদের সঙ্গে বাইবেলের সত্য সহভাগের এই গল্প থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই?

বাইবেল আমাদের বলে: "পরে যোনা নগরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া এক দিনের পথ গেলেন, এবং ঘোষণা করিলেন, বলিলেন, 'আর চল্লিশ দিন গত হইলে নীনবী উৎপাটিত হইবে'" (যোনা ৩:৪)। তার বার্তা ছিল জোরালো। যোনা নির্দিষ্ট পয়েন্টে প্রচার করেন। তিনি অহেতুক কথা বলেননি। শীঘ্রই যোনা দেখেন যে, লোকেরা তার বার্তা গ্রহণ করেছে। তারা সব সতর্কবার্তা বিশ্বাস করেছে।

শীঘ্রই নগরের রাজা একটি ঘোষণা দিলেন। বাইবেলের যুগে নিকট প্রাচ্যের রাজাদের দেওয়া ঘোষণা আমাদের দেখায় যে, তারা ও তাদের প্রজারা মন পরিবর্তন করেছে। রাজা প্রত্যেককে উপবাস করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদের সঙ্গে পশুপালও উপবাস করল। লোকেরা দেখালো যে, তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত। রাজা তার সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। তিনি ধুলিতে বসলেন। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। একজন রাজা যখন ধুলিতে বসেন, এর মানে হল, তার হৃদয় সম্পূর্ণ অহমিকা মুক্ত।

যোনা ৩:৬-৯ পদ পড়ুন। যিরমিয় ২৫:৫; যিহিষ্কেল ১৪:৬; এবং প্রকাশিত ২:৫ পদের সঙ্গে এই পদের তুলনা করুন। পাপের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া বলতে কি বোঝায়– রাজার মুখের কোন্ বাক্যাংশটি দ্বারা আমরা সেটা জানতে পারি?

.....

.....

রাজার মুখের কথা দেখায় যে, পাপের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া এবং মন ফেরাবার ব্যাপারে তিনি বাইবেলের সম্পূর্ণ সত্য বুঝতে পেরেছিলেন। যোনা যখন প্রচার করছিলেন, তখন পবিত্র আত্মা নীনবীর লোকদের অন্তঃকরণে কঠিনভাবে কাজ করছিলেন।

ঈশ্বরের কোমল প্রেমের বিষয়ে সব গল্প নীনবীর লোকদের জানা ছিল না; এবং তারা এটাও জানত না যে, ঈশ্বর অতীতে ইস্রায়েলদের কিভাবে পরিচালনা দিয়েছিলেন। কিন্তু নীনবীর লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি এমনভাবে সাড়া দিয়েছিল যা দেখায় যে, তারা তাঁর বার্তা গ্রহণ করেছে এবং তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে। তারা দেখায় যে, তাদের পরিত্রাণের জন্য তারা তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করেছে,

এবং তাদের নিজেদের সদাচরণের/ধার্মিকতার উপর নয়। লোকেরা ঈশ্বরের উপর এবং তাঁর অনুগ্রহের উপর পূর্ণ নির্ভর করেছে।

আমাদের খ্রীষ্টিয় অভিজ্ঞতায় পাপ থেকে ফেরার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন? পাপ থেকে ফেরা বলতে আসলে কি বোঝায়?

.....

.....

বুধবার **সেপ্টেম্বর ১৫**

অবিশ্রান্ত ক্রুদ্ধ দাস (যোনা ৪:১-১)

যোনা ৪:১-১১ পদ পড়ুন। যেমনিভাবে এই পদগুলো আমাদের দেখায়, যোনা সিদ্ধতা থেকে দূরে ছিলেন। যোনার কি সমস্যা ছিল? তার ভুলগুলো থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই?

যোনা ৪ অধ্যায় ক্রোধে যোনার ফেটে পড়া দিয়ে শুরু হচ্ছে, কারণ ঈশ্বর তার কাজ সফল করেছেন! যোনা নীনবীর লোকদের বলেন যে, ঈশ্বর ৪০ দিন পর তাদের নগর বিনষ্ট করবেন। কিন্তু লোকেরা তাদের পাপ থেকে ফিরল। আর, ঈশ্বর তাদের পরিবর্তিত হৃদয় গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের দয়া দেখালেন। এবার যোনা শঙ্কায় পড়লেন যে, লোকেরা তাকে একজন মূর্খ ও মিথ্যুক হিসেবে দেখবে।

এই ঘটনা আমাদের দেখায় যে, এমনকি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুসারী ও তাঁর ভাববাদী কিংবা বার্তাবাহকদেরও কিছু বৃদ্ধি পেতে হবে।

"নগরটির দুষ্টতা সত্ত্বেও, যোনা নগরটি রক্ষার পেছনে উদ্দেশ্য জানতে পারলেন, নগরটির লোকেরা চট পরিধান করল, গায়ে ভস্ম মাখল, অনুতপ্ত হল, তখন ঈশ্বরের আশ্চর্য অনুগ্রহের জন্য প্রথমতঃ তাঁর আনন্দ করা উচিত ছিল, কিন্তু তা না করে তিনি মনে মনে এই চিন্তা স্থান দিলেন, সম্ভবত তিনি একজন ভাক্ত ভাববাদী। তার সুখ্যাতির কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্ভাগা নগরটির মধ্যে আত্মাগণের অসীম, মহামূল্যের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *ভাববাদিগণের ও রাজগণের কাহিনী*, পৃষ্ঠা: ২২৭।

ঈশ্বর যোনার প্রতি ধৈর্য ধারণ করলেন। সমুদয় বর্ণনা ব্যাপী ঈশ্বর যোনার সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখতে চাইলেন। যোনা যখন পলায়ন করেন, তখন ঈশ্বর ঝড় পাঠান এবং পলাতক ভাববাদীকে ফেরাতে একটি বিশাল মাছ পাঠান। এখন

যোনা যখন ক্রুদ্ধ, ঈশ্বর এখন যোনাকে দেখাতে চেষ্টা করছেন যে, তার উপলব্ধি ভুল। ঈশ্বর বলেন, "তুমি ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ?" (যোনা ৪:৪)।

লূক ৯:৫১-৫৬ পদ পড়ুন। এই পদের বর্ণনা কিভাবে আমাদেরকে যোনার পুস্তকের একই ঘটনা দেখায়?

.....

.....

"কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" (যোহন৩:১৬)। যে ঈশ্বর এই কথাগুলো নীকোদীমকে বলেছিলেন, সেই একই ঈশ্বর যোনাকে বলছেন: "তবে আমি কি নীনবীর প্রতি, ঐ মহানগরের প্রতি, দয়ার্দ্র হইব না? তথায় এমন এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক মনুষ্য আছে, যাহারা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তে প্রভেদ জানে না; আর অনেক পশুও আছে" (যোনা ৪:১১)। শেষে, আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে যে, আমাদের হৃদয় ও মনের বিচারকর্তা হলেন ঈশ্বর, আমরা নই।

বৃহস্পতিবার **সেপ্টেম্বর ১৬**

"ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর" (যিহূদা ১:২১)

নীনবী ছিল বিপদে পরিপূর্ণ একটি নগর। কিন্তু যোনার ঘটনায়, নীনবী প্রকৃত সমস্যা ছিল না। সমস্যা যোনা নিজেই। ঘটনার শুরুতে যোনা যখন পলায়ন করেন, ঈশ্বর যোনাকে অনুসরণ করেন। কি কারণে ঈশ্বর সেটা করলেন? প্রেম। ঈশ্বর যোনাকে ভালবাসেন। যাকে তিনি ভালবাসেন তার উপর থেকে ঈশ্বর হাল ছাড়েননি। ঈশ্বর জানেন, যোনার নীনবীতে যাওয়া দরকার, আর নীনবীর লোকদের যোনার কথা শোনা দরকার। এবার, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিস্ময়কর প্রেম বুঝার জন্য আমরা যিহূদা পুস্তক দেখব।

যিহূদা পুস্তক পড়ুন। কিভাবে আমরা 'ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা করব' (যিহূদা ১:২১)? কথাটির মানে কি?

.....

.....

যিহূদা আমাদের বলেন, 'ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর' (যিহীদা ১:২১)। একটি উপায়ে আমরা ঈশ্বরের প্রেমে নিজেদের রক্ষা করতে পারি, সে উপায়টি হল, অন্য লোকদের সাহায্য করা এবং তাদেরকে দেখানো যে, আমরা তাদের প্রতি কতটা যত্নশীল। পরবর্তী পদগুলো, যিহূদা আমাদের বলেন, "আর কতক লোকের প্রতি, যাহারা সন্দিহান, তাহাদের প্রতি দয়া কর; অগ্নি হইতে টানিয়া লইয়া রক্ষা কর; আর কতক লোকের প্রতি সভয়ে দয়া কর; মাংসের দ্বারা কলঙ্কিত তাহাদের বস্ত্রও ঘৃণা কর" (যিহূদা ১:২২, ২৩)।

যিহূদা ১:২০-২৩ পদ পড়ুন। যিহূদা পুস্তকের এই পদগুলো কি বলছে? এই পদগুলো কিভাবে আমাদের যোনার পুস্তক ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে? এই পদগুলো আমাদের আর কি শিক্ষা দেয়?

.....

.....

ঈশ্বর যোনাকে নীনবী যেতে নির্দেশ দেন, কারণ যোনা যেন তার মনে লুকায়িত হীন উপলব্ধি/অনুভূতি দেখতে পান। আমরা অনুমান করতে পারি যে, যোনা খুব বেশি নীনবী পছন্দ করতেন না। কিন্তু তার কোন ধারণা ছিল না যে, তিনি তাদের কতটা ঘৃণা করেন এবং তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়ায় কতটা গোঢ়া হতে পারেন। নীনবীবাসীকে স্বর্গে তার পাশের প্রতিবেশি হিসেবে মেনে নিতে তিনি মোটেও প্রস্তুত নন। যোনা জানেন না যে, কীভাবে ঈশ্বরের মত করে ভালাবাসা যায়। যোনাকে নীনবী পাঠানোর আরেকটি কারণ হল, ঈশ্বর নীনবীবাসীদের ভালবাসেন। ঈশ্বর চান নীনবীবাসী রক্ষা পাক এবং তাঁর রাজ্যে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হোক। ঈশ্বর যোনাকে নীনবী পাঠিয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বর যোনাকেও ভালবাসেন। ঈশ্বর চেয়েছেন, যোনা যেন বর্ধিষ্ণু লাভ করেন এবং ঈশ্বরের প্রেমের দ্বারা পরিবর্তিত হন। ঈশ্বর চেয়েছেন, যোনা সেই বিশ্রাম খুঁজে পাক যা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা থেকে আসে, এবং ঈশ্বরে বিশ্রাম করতে সহ-মানবকে সাহায্য করা থেকেও আসে।

মানবের সুরক্ষায় আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে কতটা সময় কাজে ব্যয় করেছেন? এই কাজ কিভাবে আমাদের যীশুতে প্রকৃত বিশ্রাম খুঁজে পেতে সাহায্য করে?

.....

.....

শুক্রবার **সেপ্টেম্বর ১৭**

অতিরিক্ত আলোচনা: "যোনার ওপরে একটি ভারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল; তথাপি যিনি তাকে যেতে আদেশ করেছিলেন, তিনি দাসকে রক্ষা করতে এবং কৃতকার্যতা দান করতে সমর্থ। ভাববাদী যদি কোন প্রশ্ন না করতেন, তাহলে তিনি অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা এড়িয়ে চলতে পারতেন, এবং প্রচুর রূপে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারতেন। তথাপি যোনার নিরুৎসাহের সময়ে সদাপ্রভু তাকে ত্যাগ করেননি। কয়েকটি পরীক্ষা এবং অত্যাশ্চর্য দূরদর্শীতার মধ্য দিয়ে, রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর এবং তাঁর অসীম শক্তি প্রত্যাশা পুনর্জীবিত হল।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *ভাববাদিগণের ও রাজগণের কাহিনী*, পৃষ্ঠা: ২২২।

"সাধারণ উপায়ে আমরা সহস্র মানুষের কাছে পৌছাতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, একটি সহজ উপায়ে আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকদের নাগালে যেতে পরি। তাদের দক্ষতা ও জ্ঞানের কারণে অসংখ্য মানুষ এই লোকদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এই জ্ঞানী লোকেরা ঈশ্বর-প্রেমী কোন একজন সাধারণ মানুষের একটি সহজ-সরল কথায় সতেজ বা চাঙ্গা হতে পারে।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *খ্রাইস্ট'স অবজেক্ট লেশন্স*, পৃষ্ঠা: ২৩২।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। তার সতর্কবার্তা গ্রহণ হেতু একজন বিশেষ ভাববাদী কিভাবে লোকদের প্রতি হতাশ হতে পারেন? যোনার চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে আপনার উপলব্ধি কি? যোনার ঘটনা কিভাবে আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, এমনকি যখন তারা খারাপ আচরণও করে থাকে?

২। যোনার কাহিনী আমাদের পরামর্শ দেয় যে, ঈশ্বর কেবল পলাতক ও পাপীদের রক্ষা করতে আগ্রহী নন; বরং ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের জীবনও পরিবর্তন করতে চান। প্রভুকে ও বাইবেলের বর্তমান সত্য জানা সত্ত্বেও কিভাবে আমরা

একটি 'নতুন হৃদয়' ও 'নতুন আত্মা' লাভ করতে পারি? বাইবেলের সত্য জানা অপেক্ষা বরং বিশ্বাস দ্বারা জীবন পরিবর্তন করার মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। যিহূদা পুস্তক আবার পড়ুন। এই পুস্তকের বার্তা কি? বর্তমানে, একটি মণ্ডলী হিসেবে এই বার্তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪। লোকদের সুরক্ষায় যীশুর সঙ্গে আমাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা কিভাবে আমাদেরকে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে?

৫। যোনা হয়ত ভেবেছিলেন, নীনবীতে না যাবার পিছনে তার অনেক উপযুক্ত কারণ রয়েছে।কিন্তু ঈশ্বর তাকে দেখালেন যে, তার চিন্তা আসলে কতটা ভুল। যোনার মত যারা একই ভুল চিন্তা পোষণ করে থাকে, তাদের প্রতি আমাদের উপলব্ধি কি?